১২৪ রানের শেষ জিম্বাবুয়ে

শুরুতেই বাংলাদেশের বোলারদের তোপে বিপর্যয়ে জিম্বাবুয়ে। ৪১ রানের মধ্যে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে সিকান্দার রাজার দল। সেখানে থাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সম্মানজনক পুঁজি পেয়েছে সফরকারীরা। ওয়েলিংটন মাসাকাদজা ও ক্লাইভ মানদান্দের ব্যাটে ভর করে বাংলাদেশকে ১২৫ রানের টার্গেট দিয়েছে জিম্বাবুয়ে।

শুক্রবার (৩ মে) চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টস জিতে জিম্বাবুয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন সান্ত। টস হেরে ব্যাট করতে প্রথম ওভারে দুই চারের সাহায্যে ৮ রান সংগ্রহ করে জিম্বাবুয়ে। এরপর দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসেই বাংলাদেশকে উইকেট উপহার দেন স্পিনার শেখ মেহেদি। রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে যান ক্রেগ আরভিন।

এরপর জয়লর্ড গাম্বি ও ব্রায়ান বেনেটে মিলে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিছুটা আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন বেনেট। তবে দলীয় ৩৬ রানে তিন উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে জিম্বাবুয়ে।

গাম্বি ১৪ বলে ১৭, বেনেট ১৫ বলে ১৭ ও রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে যান অধিনায়ক রাজা। এরপর দ্রুতই আরও দুই উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। রানের খাতা খোলার আগেই সেন উইলিয়ামস ও রায়ান বার্ল। ৩৮ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে জিম্বাবুয়ে।

এরপর দলীয় ৪১ রানে আবারও উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। ৬ বলে মাত্র ২ রান করে ফিরে যান লুক জঙ্গি। তার বিদায়ের পর ক্রিজে আসা ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে সঙ্গে নিয়ে বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ক্লাইভ মানদান্দে। ৭৫ রানের জুটি গড়েন এই দুই ব্যাটার।

তবে দলীয় ১১৬ রানে ৩৯ বলে ৪৩ রান করা মানদান্দেকে আউট করে ব্রেক থ্রু এনে দেন তাসকিন। মানদান্দের বিদায়ের পর দ্রুতই জোড়া উইকেট হারিয়ে ২০ ওভারে ১২৪ রানে অলআউট হয় জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশের পক্ষে তাসকিন ও সাইফুদ্দিন নেন ৩টি করে উইকেট।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদার পড়শী এইডের পক্ষ থেকে শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে পড়শী এইড সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৪টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় এই শরবত বিতরণ করা হয়।

জানাগেছে বিগত টানা ৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। এরই মধ্যে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গায় ৪১. ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতো গরমে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্টেশন পাড়ায় অবস্থিত সামাজিক সংগঠন পড়শী এইড মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে গতকাল শুক্রবার পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে প্রায় ১ হাজার লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করেন।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক জিয়া ইসলাম বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় পড়শী এইড কে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পড়শী এইড সামাজিক সংগঠনের সভাপতি মোঃ হানিফ আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম,সহ সাধারণ সম্পাদক রিপন আলী, প্রচার সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আরিফুল ইসলাম,ইনতাজ,মাসুম রান্না,কৌশিক, লিখন,ইমন,সজীব, খালিদ,জুনমুন, হাবিবুর রহমান,সাইমুর রহমান,মারুফ সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী মঞ্জিলুর রহমানের মিছিল ও পথসভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বিশিষ্ট সমাজ সেবক কে,এম মুঞ্জিলুর রহমানের পক্ষে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটর সাইকেল প্রতিকের পক্ষে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে মিছিল ও আলিফ উদ্দিন মোড়ে পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন প্রার্থী কে,এম মঞ্জিলুর রহমান।

এছাড়াও পথ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বত্তব্য রাখেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুসা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, সাবেক পৌর সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,বাড়াদির সভাপতি মকবুল হোসেন,সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, কালিদাসপুর ইউনিয়ন সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম চেয়ারম্যান,জামজামি ইউনিয়ন সভাপতি দিদার আলী, সাধারণ সম্পাদক রাহাব উদ্দিন, খাসকররা ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল গনি, আইলহাঁসের জাইদুল ইসলাম বাদল,মিজানুর রহমান জমির,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, জহুরুল ইসলাম স্বপন, সিরাজুল,বাবলু, দিনেশ বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর হোসেন,মজিবুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা,হাসান,রকি,অটাল,
সাকিব প্রমুখ।

পথসভায় বক্তাগণ বলেন,আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে একজন স্বচ্ছ ভালো মানুষকে মোটর সাইকেল মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

মঞ্জিল একজন ভালো মানুষ। সে বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে থেকে সেবা করে যাচ্ছেন। আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে যদি সে বিজয়ী হয় এই উপজেলাকে একটি মডেল স্মার্ট উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবে। আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন ২১ মের নির্বাচনে মোটর সাইকেল মার্কায় ভোট দিয়ে মঞ্জিলুর রহমানকে বিজয়ী করবেন।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আনারস প্রার্থী ডাবুর গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনারস প্রতিকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ঢাকা উত্তর দারুস সালাম থানা আওয়ামীলীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোমিন চৌধুরি ডাবু গনসংযোগ ও পথসভা করেছে।

তিনি আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার কুমারি,কামালপুর,পশুহাট ও আলমডাঙ্গা শহরে গনসংযোগ করেন।গনসংযোগ কালে মোমিন চৌধুরি ডাবু বলেন আমি উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে দাড়িয়েছি,আমার প্রতিক আনারস।

আপনারা আনারস প্রতিকে ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করলে আলমডাঙ্গা উপজেলার অসামাপ্ত কাজ সমাপ্ত করব,আলমডাঙ্গা উপজেলা একটি বৃহত উপজেলা,১৬ টি ইউনিয়ন ১ টি পৌর সভা,আমি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাসা করছি,আপনারা আমাকে নির্বাচিত করলে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগানোর চেষ্টা করব।

এসময় তার সাথে ছিলেন,ইকলুসুর রহমান,এমদাদুল হক,মোজাম্মেল হক,আবু দাউদ,আনারুল,আকবর আলী মন্ডল,শাহাবুদ্দিন,আশরাফুল ইসলাম,লিমন আলী,আলম হোসেন,জাহিদুল ইসলাম তোতা,শাহাদৎ হোসেন,আনোয়ার হোসেন,ঠান্ডু রহমান,নজরুল ইসলাম,মোল্লাহ জাফর উল্লা,আলেম

মেম্বার, আতিক বিশ্বাস প্রমুখ

দামুড়হুদা বাল্য বিয়ের আয়োজন করায় কন্যার পিতাকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী গ্রামে বাল্য বিয়ের আয়োজন করায় কন্যার পিতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ও বরযাত্রীদের খাদ্য সামগ্রী এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

জানাগেছে, উপজেলার ডুগডুগী গ্রামের মৃত লুৎফুর রহমানের ছেলে মো: আমির হোসেনের নাবালিকা মেয়ের বিয়ের আয়োজন করলে গোপন সংবাদ পায় উপজেলা প্রশাসন।

সরজমিনে ঘটনাস্থলে আসেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। ঘটনাস্থলে এসে তিনি বাল্য বিয়ের আয়োজনের সত্যতা পান এবং কন্যার পিতা মাতা দোষ স্বীকার করে। তারই ধারাবাহিকতায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৮ ধারা অনুযায়ী বাল্যবিবাহের আয়োজন করার অপরাধে কন্যার পিতা মো: আমির হোসেন (৪২) কে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজিত খাদ্য সামগ্রী গুলো উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা মুকামতলা এতিম খানায় বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে মেয়ের ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেনা মর্মে মুচলেকা প্রদান করেন মেয়ের পিতা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

কুষ্টিয়ায় উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত নাদিরা খানম

কুষ্টিয়ায় উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২৪ উদযাপন কমিটি শিক্ষা ক্ষেত্রে বাৎসরিক কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা) শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত করা হয়েছে।

স্কুল পর্যায়ে টানা তৃতীয় বারের মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম।

তীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২৩ উৎযাপন কমিটির বিচারকরা উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাৎসরিক কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ ফলাফল ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শামীম আহমেদ খান।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শামীম আহমেদ খান বলেন, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২৪ উৎযাপন কমিটির বিচারকরা শিক্ষা ক্ষেত্রে বাৎসরিক কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা) উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্কুল থেকে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানমকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত করেছেন।

একসময়ের বিতার্কিক এ নারী শিক্ষক আন্তঃব্যাচ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব

পালনসহ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতর্ক শিল্প তৈরির কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এনডিএফ বিডির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও রেড ক্রিসেন্টের স্কুল সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও কুষ্টিয়া জেলার সরকারি শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারির পাশাপাশি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও লালন একাডেমীর আজীবন সদস্য, কুষ্টিয়া লেডিস ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার সদস্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি বলেন, এই পুরস্কার আমার জন্য আরও কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে দিলো। তাই আমি দুস্থ-অসহায় নারী ও শিশুদের কল্যাণে অবিরাম গতিতে কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবো।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আসন্ন সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের মটরসাইকেল মার্কার সমর্থনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) বিকেলে আশরাফপুর বাজারে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোরদ্দীন মনোর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি

ইকবাল হোসেন বুলবুল।

সম্মানিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান, সেলিম রেজা, মতিউর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নুর ছেলে সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হায়দার আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আলমগীর হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম, জেলা ছাত্র লীগের দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা চেয়ারম্যান পদে প্রতীক নিয়ে কাড়াকাড়ি, লটারিতে সমাধান

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পাঁচজন জন চেয়ারম্যান পদে পছন্দের প্রতীক নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আনারস প্রতীক প্রার্থীর পছন্দের তালিকায় থাকায় লটারির মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসকের হলরুমে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া

হয়েছে।

চেয়ারম্যান পদে একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করে বসেন। সমস্যা সমাধানে রিটার্নিং কর্মকর্তা লটারির উদ্যোগ নেন। চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে চারজন প্রার্থীর সবাই লটারির মাধ্যমে প্রতীক পেয়েছেন। তবে ভাইসচেয়ারম্যান (পুরুষ) ও ভাইসচেয়ারম্যান (মহিলা) তাঁদের পছন্দের প্রতিক পেয়েছেন।

এদিকে প্রতীক পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ভোটের প্রচারণায় নেমে পড়েছেন। উপজেলা জুড়ে পোস্টার টাঙানোর কাজ শুরু করেছে নেতাকর্মীরা। দ্বিতীয় ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আগামি ২১ শে মে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন (দোয়াত কলম) প্রতীক, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন-আহবায়ক জিল্লুর রহমান (ঘোড়া), সাবেক হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও শিক্ষানুরাগী নুরুল ইসলাম (কাপ পিরিচ), রাজধানী ঢাকার দারুস সালাম থানা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোমিন চৌধুরী ডাবু (আনারস) ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা কে.এম মঞ্জিলুর রহমান (মোটরসাইকেল) প্রতীক পেয়েছেন।

মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তাঁদের পছন্দের প্রতীক পেয়েছেন। বর্তমান উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু (হাঁস) প্রতিক পেয়েছেন। এছাড়া মনিরা খাতুন (কলস) ও কাজল রেখা (ফুটবল) প্রতীক পেয়েছেন।

এদিকে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইসচেয়ারম্যান পদে অংশ নিয়েছেন ৮ জন প্রার্থী। টিউবওয়েল প্রতিক চেয়ে তিনজন ও চশমা প্রতিকে চেয়ে ৪ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে লটারির মাধ্যমে আহমেদ হাসিব খাঁন (তালা), মামুনুর রহমান (বই), আজিজুল হক (উড়ো জাহাজ), আজিজুল হক (টিয়া পাখি), মকলেছুর রহমান (টিউবওয়েল), মাসুম বিল্লাহ (মাইক), মিজানুর রহমান (চশমা), সোহেল রানা শাহীন (পালকি) প্রতিক পেয়েছেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও রিটার্নিং অফিসার আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মো. নাজমুল হামিদ রেজা জানান, বেশির

ভাগ চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করেন, যা লটারির মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। যা, পরবর্তীতে তাঁরা লটারিতে পাওয়া প্রতীক পেয়ে খুশি হয়েছেন।

আলমডাঙ্গার শ্রীপুর-নারায়ণপুর মাঠে পান বরজে আগুন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অগ্নিকাণ্ডে ১৬ বিঘা পানের বরজ ও কলা বাগান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের দুয়ারপাড় মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ও হরিণাকুন্ডু ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে জামজামি ইউনিয়নের দুয়ারপাড় মাঠের একটি পান বরজে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহুর্তেই আগুন পাশের পান বরজে ছড়িয়ে পড়ে। একে একে প্রায় ৩০টি পান বরজ ও ২টি কলা বাগান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন-লিফাজ উদ্দিন ২ বিঘা, রফিকুল ১০ কাঠা, রাহুল ১বিঘা,খাজা ১০ কাঠা,মানোয়ার ১০ কাঠা, আলী হোসেন ১০ কাঠা, জয়বদ্দিন ১০ কাঠা, ঝন্টু ১ বিঘা, শীলু ১৫ কাঠা, রবিউল ১৫ কাঠা, ডাবু ১ বিঘা, বকুল ১৫ কাঠা, রইছ ১ বিঘা, জোরাপ ১০ কাঠা, হারুন ১০ কাঠা, পাপ্পু ১০ কাঠা, সুজন ১০ কাঠা, মধু ১০ কাঠা, আদম ১০ কাঠা, বাবুল ১০ কাঠা, মুনিয়ার ৫ কাঠা, ফরিদ ১০ কাঠা, কদম ১০ কাঠা, জমির ১০ কাঠা, বাচ্চু ১০ কাঠা। মোট ২৬ জন কৃষকের প্রায় ১৬ বিঘা জমি ভস্কিভূত হয়েছে।

ইউপি সদস্য আব্দুর রাজ্জাক জানান, আগুনের সূত্রপাত হলে, গ্রামের শতাধিক লোকজন নিয়ে আগুন নেভাতে ছুটে যান। মাঠে পুকুর কিংবা ডোবা না থাকায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয় বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে বসতবাড়ির পাশের বাঁশবাগানের আগুন নিয়ন্ত্রণ করা

হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দুয়ারপাড় মাঠে ফায়ার সার্ভিসের পানিবাহী গাড়ি প্রবেশ করতে পারেনি। এছাড়া মাঠের ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিনও তালাবদ্ধ থাকায় পানি পায়নি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এতে আগুন নেভাতে তাদের বিঘ্ন ঘটে। পরবর্তীতে বসতবাড়ির নলকূপের পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন তারা।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন সমকালকে জানান, রাত সাড়ে ৭টার দিকে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গার দুইটি ইউনিট ও হরিণাকুন্ডুর দুইটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভির জানান, বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিন তদন্ত করা হয়েছে। দুয়ারপাড় মাঠের ৩০ টি পান বরজ ও ২টি কলা বাগান পুড়ে গেছে। এতে কৃষকের প্রায় ২০-২৫ লাখ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে। তাদের ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষি সহায়তা করা হবে।

ঝিনাইদহে জেলা বিএমএর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রাশেদ আল মামুনকে হত্যার হুমকি

ঝিনাইদহে জেলা বিএমএর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রাশেদ আল মামুনকে হত্যার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় তিনি সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ করে সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, শহরের আরাপপুর খাজুরা এতিমখানা মোড় এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে রাশেদ (৩৫) ও একই এলাকার এবাদত আলীর ছেলে রাজু (৩০)সহ আরও ৩/৪ জন অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসী গত ৩০ মার্চ

দুপুর ২:৪৫ মিনিটের সময় আল মামুন হাসপাতালের নিজ চেম্বারে রোগী দেখে ফেরার পথে হাসপাতাল গেটে ডা: রাশেদ আল মামুনের গতিরোধ করে এবং প্রাণ নাশের হুমকি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে হুমকিদাতারা তাদের পকেট থেকে একটি দেশীয় অস্ত্র বের করে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারতে আসলে ডা: রাশেদ আল মামুন দৌড়ে ক্লিনিকে ঢুকে জীবন রক্ষা করে।

ডা: রাশেদ আল মামুন বলেন, ওরা আমাকে হত্যা করতে না পেরে হুমকি দিতে থাকে। তিনি বলেন, পূর্বে আমি শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে ডাঃ মাহবুব পারভেজ এর কিছু অনিয়ম ও দূর্নীতি অভিযোগের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই সূত্র ধরে ১ নং বিবাদী তাহার ছোট ভাই পরিচয় দিয়ে তাদের মধ্যে কেস মিমাংসার জন্য আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, আমি যদি উক্ত কেস দ্রুত মিমাংসা না করি তাহলে বিবাদীরা আমাকে যেকোন সময় বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এমতাবস্থায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহীন উদ্দিন জানান, জেলা বিএমএর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রাশেদ আল মামুন এর হত্যার হুমকির বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত স্বাপেক্ষে দোষিদের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।